মহেশপুর সীমান্তে স্বর্ণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু’জনকে গুলি করে হত্যা,আহত ১

স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে শামীম মন্ডল (৩৫) ও মন্টু মন্ডল (৪৭) নামের দু’জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসময় নিহত শামীমের বাবাও সামছুল মন্ডল (৬৫) গুলিতে আহত হয়। তাকে আহত অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার বিকাল ৪টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী বাঘাডাঙ্গা গ্রামে। তবে ঘাতক তরিকুল ইসলাম ওরফে আকালেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা দিয়ে র্দীঘ দিন ধরে শামীম,মন্টু,তরিকুলসহ ৫/৬ জন স্বর্ণের চারাচালান ব্যবসা করে আসছিলো। আর স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

নিহত শামীমের চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান জানান, তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনে আজ বুধবার বিকালে ঘাতক বাঘাডাঙ্গা গ্রামের পনিআটি পাড়ার টেনা মন্ডলের ছেলের তরিকুল ওরফে আকালের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় বাঘাডাঙ্গা গ্রামের সামসুল মন্ডলের ছেলে শামীম ও একই গ্রামের মন্টু। তখন তরিকুল, শামীম ও মন্টু মধ্যে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে তরিকুল ওরফে আকালের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে শামীম ও মন্টুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ২টি গুলির খোশা ও তীরধনুক উদ্ধার করেছে।

নেপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুল আলম মৃধা জানান, তাদের মধ্যে চোরাচালানের টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনেই এই হত্যা কান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নিহতদের লাশ ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, আসামী ধরতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ৪০টি স্বর্ণের বারসহ আটক ১

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ৪ কোটি ৫লাখ ৯৯হাজার ৪৭১ টাকা মূল্যের ৪ কেজি ৬৬৫.৫৪ গ্রাম ওজনের ৪০টি স্বর্ণের বারসহ ১ জন আসামীকে আটক করেছে বিজিবি।

আজ বুধবার (১৭ জানয়ারি) ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র অধিনায়ক মাসুদ পারভেজ রানা স্বক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ সাড়ে আটটার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধিনায়ক নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন চোরাকারবারীরা মাটিলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে গমন করবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে অধিনায়কের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের ৭ সদস্যের একটি বিশেষ টহল দল দুইভাবে বিভক্ত হয়ে অধিনায়ক এবং উপ-অধিনায়ক মেজর মাহমুদুল হাসান সীমান্ত পিলার ৫২/১৮-আর হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ওই এলাকার শহিদুল মন্ডলের বাঁশবাগানের মধ্যে দুইটি পৃথক স্থানে এ্যাম্বুশ নিয়ে বসে থাকে।

গোয়েন্দা তথ্যের বর্ণনা মোতাবেক আনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে ২ জন চোরাকারবারী পায়ে হেটে সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় এ্যাম্বুশ দল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে চোরাকারবারীরা তাদের সাথে থাকা একটি সাদা কাপড়ের বেল্ট সাদৃশ্য বস্তু ভূট্টা ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি টহলদল তাদের পিছু ধাওয়া করে। চোরাকারবারীদের মধ্যে ১ জন ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায় এবং অপর ১ জন চোরাকারবারী একই উপজেলার মাটিলা বাগানপাড়া গ্রামের মোঃ হযরত আলী ছেলে মোঃ রিমন হোসেন (২০)কে ১টি মোবাইলসহ আটক করতে সামর্থ হয়। চোরাকারবারীদের ফেলে দেওয়া সাদা কাপড়ের ভিতরে খাকী রং এর কস্টেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ৪ কেজি ৬৬৫.৫৪ গ্রাম ওজনের ৪০টি স্বর্ণের বার জব্দ করে।

আটকৃত স্বর্ণের বারের আনুমানিক মূল্য ৪কোটি ৫লাখ ৯৯হাজার ৪৭১ টাকা। স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য বহন ও নিজ জিম্মায় রাখায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে মহেশপুর থানায় মামলা দায়ের এবং স্বর্ণের বার ঝিনাইদহ ট্রেজারী অফিসে জমা দেয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জাননো হয়।

আটককৃত স্বর্ণের বার এবং ১টি মোবাইলের সর্বমোট মল্য চার কোটি ছয় লক্ষ ষোল হাজার নয়শত একাত্তর টাকা সিজার লিস্টে উল্লেখ করা হয়।

ঝিনাইদহ বিদেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলিসহসহ যুবক গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের একতারপুর গ্রাম থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ রাজন বিশ্বাস রাজু (৩৫) নামের যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ওই গ্রামের মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মানিক চন্দ্র গাইন জানান, সকালে উপজেলার একতারপুর গ্রামের এক নারী ওই গ্রামেরই রাজন বিশ্বাস রাজুর বিরুদ্ধে সকালে কালীগঞ্জ থানায় একটি ধর্ষণ চেষ্টার মামলা করেন। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে একতারপুর গ্রামের একটি রাস্তার পাশ থেকে সেই মামলার আসামি রাজন কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে একটি বিদেশি পিস্তল, দুই রাউন্ড গুলি ও একটি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ ও যশোরের বিভিন্ন থানায় নাশকতা, মাদক, ধর্ষণ চেষ্টাসহ বিভিন্ন ধরণের ছয়টি মামলা রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে মেয়র কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঝিনাইদহে মেয়র কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে হরিনাকুন্ডু পৌরসভার আয়োজনে পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। সে সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আক্তার হোসেন, পৌর মেয়র ফারুক হোসেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, হরিণাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ জিয়াউর রহমান, প্যানেল মেয়র সিদ্দিকুর রহমান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় পৌরসভার ১০টি দল দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশ নিবে। উদ্বোধনী ম্যাচে ১৫ ওভারের খেলায় পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড ও ৩নং ওয়ার্ড অংশ নেয়। মাদক ও মোবাইল গেমস থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখতে এমন ধরণের আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা।

কোটচাঁদপুর ৫২ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্ভোধন

আমি দশ লক্ষ মানুষের দ্বারে দ্বারে তাদের হক পৌঁছে দিতে চাই আপনাদের সহযোগিতায়। যারা আমাকে ভোট দিয়ে এ আসনে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের ৫২ তম শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্ভোধনী

অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহ -৩ আসনের সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল অবঃ সালাহ উদ্দিন মিয়াজি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি,কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন,উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার(সাবেক) তাজুল ইসলাম,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন,সাব্দালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্ন, জোড়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল জলিল বিশ্বাস।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম আলী,কোটচাঁদপুর পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল,সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল আরমান। উপস্থিত ছিলেন, ৩৪ টি স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রীরা। পরে সংসদ সদস্য ফেস্টুন উড়িয়ে শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এরপর শুরু ৩৪ টি স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের অংশ গ্রহনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সরকার।

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় কামরুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। আজ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। যাবজ্জীবন প্রাপ্ত আসামী কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৭ জুলাই তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামে কামরুল ইসলামের বাড়িতে ফেন্সিডিল ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কামরুল পালিয়ে গেলেও বাড়িতে তল্লাশী করে ৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে ওই দিনই পুলিশ বাদী হয়ে মাদক দ্রব্য আইনে কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে।

পুলিশ তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আসামী কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘবিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানাসহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঝিনাইদহের বাঁওড় পাড়ের জেলে সম্প্রদায়

‘জাল যার জলা তার’ নীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বলুহরসহ প্রায় সকল বাওড়েই প্রবেশাধিকার হারিয়েছেন বাওড়পাড়ের জেলেরা। ক্ষমতার অংক আর ইজারা প্রথার প্রবল প্রতাপে ছয়টি বাওড়ের প্রায় ২০/২৫ হাজার মানুষ আজ দিশেহারা। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে একতরফাভাবে বলুহর বাওড় নিজেদের মতো ভোগদখল করে সরকারি রাজস্ব লোকসান করছে দখলকারীরা।

দখলকারীদের দুর্নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় বলুহর বাওড়টি মৎস্য বিভাগের কাছে নবায়ন না করে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ২০২২ সালের ২০ মার্চ। চল্লিশ বছরের প্রশ্নহীন বঞ্চনাকে প্রশ্ন করে আবারও জেগেছে বলুহর বাওড় পাড়ের মানুষ। ঠিক যেমন উপনিবেশকতার জুলুমের বিরুদ্ধে জেগেছিল নীলবিদ্রোহের সময়।

প্রভাবশালীদের ইজারা বাতিল করে বাওড়ে নিজেদের অধিকারের দাবিতে

সংগঠিত হয়েছেন বঞ্চিত জেলেরা। কিন্তু কেউ জেলেদের কথা শুনছে না। জনপ্রতিনিধি থেকে নাগরিক সমাজ কিংবা গণমাধ্যম সকলেই এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে নিশ্চুপ।

ক্ষুধা আর ক্ষোভ নিয়ে বাওড় থেকে জেলেরা পরিবার পরিজন নিয়ে গত ২৮ মে ঢাকায় গিয়েছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তপ্ত রাস্তায় যেন ভিড় জমেছে একটুকরো দলিত ‘পদ্মা নদীর মাঝি’। খসখসে শিশু, উদভ্রান্ত তরুণ, ক্ষুব্ধ বিধবা কিংবা বিবর্ণ পৌঢ়দের ছায়াগুলোও প্রখর তাপে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। যেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ কিংবা ‘তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত’ থেকে উঠে আসা শত বঞ্চনার দাগ নিয়ে দাঁড়ানো খন্ডবিখন্ড মানুষেরা।

কিন্ত এখনো সেই সমস্যার সমাধান মেলেনি মানুষগুলো আজ পেশা হারিয়ে দিকবিদিক জ্ঞান শুন্য তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঝিনাইদহ ও যশোহর অঞ্চলের ৬ বাঁওড় পাড়ের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষগুলো। বাঁওড়ই ছিল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। সেটা গত বছরের এপ্রিল মাসে ভূমি মন্ত্রানালয় কেড়ে নিয়ে ইজারা দিয়েছে। যে কারণে বাঁওড় পাড়ের প্রায় ২০/ ২৫ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ইজারাদাররা বাঁওড় গুলিতে কৃত্রিম উপায়ে মাছ পোন উৎপাদন ও সংরক্ষণ করায় দেশী জাতীয় মাছ বিলিনের পথে।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের বলুহর ও জয়দিয়া, মহেশপুরের কাঠগড়া ও ফতেপুর, কালীগঞ্জের মর্জাদ ও যশোরের ১টিসহ মোট ছয়টি বাঁওড়ে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ানে ভূমি মন্ত্রাণালয়ে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৯ সাল থেকে বিল বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষ শুরু হয়। এখানে সুবিধা ভোগীরা ছিলেন বাঁওড় পাড়ের জেলেরা।

১৯৮৬ সাল থেকে বাঁওড়টি রাজস্ব খাতে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে আরো কয়েক দফা চুক্তি বৃদ্ধি করে ভূমি মন্ত্রাণালয়। এখানে উৎপাদিত মাছের ৩৫ শতাংশ পেত মৎস্য অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রাণালয় ২৫ শতাংশ এবং জেলে সম্প্রদায় পেত ৪০ শতাংশ। প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত রানি মাছের ১শত ভাগই পেত বাঁওড় পাড়ের জেলেরা। সর্বশেষ ভূমি মন্ত্রাণালয়ের সাথে মৎস্য মন্ত্রাণালয়ে চুক্তির মেয়াদ ছিল এপ্রিল ২০২৩ সাল পর্যন্ত। পরে আর ভূমি মন্ত্রাণালয় চুক্তিবৃদ্ধি না করে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ভূমি মন্ত্রাণালয় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এই বাঁওড় গুলোর ইজারা প্রক্রিয়া শুরু করে।

এপ্রিলে ইজারাদারদের বাঁওড় বুঝিয়ে দেয়া হয়। জলমহল ইজারা প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নিবন্ধনকৃত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির আবেদনের কথা বলা হলেও এখানে একাধিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি’র বিরুদ্ধে আর্থিক সুবিধা নিয়ে মৎস্যজীবী নন এমন ব্যক্তিদের বাঁওড় ইজারা পাইয়ে দেয়ার গুরুতর অভিযোগ করেছে বাঁওড় পাড়ের জেলেরা।

বাঁওড় পাড়ের জেলেরা কেমন আছে জানতে সরেজমিনে কোটচাঁদপুর জয়দিয়া বাঁওড় পাড়ে গেলে দেখা যায় বাঁওড়ের ঘাটে প্রচুর জেলে ও তাদের পরিবারের লোকজন দাড়িয়ে বাঁওড়ের দিকে চেয়ে আছে। এ সময় আমাদের দেখে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। জয়দিয়া বাঁওড় ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি’র সভাপতি শীতল কুমার হালদার বলেন-আর সংসার টানতে পারছি না। বাঁওড় নেই আমরা পথে বসে গেছি। আমার বাবা ৪০ বছরের অধিক সময় ধরে এই বাঁওড় থেকে মাছ ধরে সংসার চালিয়ে আমাদেরকে বড় করেছেন। বাবা তিন বছর আগে গত হয়েছেন। আমরা বাঁওড় পাড়ের জেলেরা এই কাজই শিখে বাঁওড়ের মাছ ধরে সংসার চালিয়ে আসছিলাম। পরিবারের ৬ সদস্যের মধ্যে ছেলে কলেজে পড়ে, মেয়ে পড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। বাঁওড় পাড়ের জেলেরা আগে বাঁওড়ের উৎপাদিত বড় মাছের ৪০ শতাংশসহ প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত বাঁওড়ের রানি মাছ ধরে সম্পূর্ণ নিজেরা নিত। এখন সে রানি মাছ গুলি ধরা তো দুরে থাক ইজারাদাররা আমাদেরকে বাঁওড়েও নামতে দেয় না। কি করবো ঝুঝে উঠতে পারছিনা। এখন দেখছি আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। বলুহর বাঁওড় ও মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি গোপাল হালদার বলেন- আমরা বাঁওড় পাড়ের মৎসজীবিরা কর্মহীন হয়ে গেছি। বাবা-দাদারা এ বাঁওড় থেকে মাছ ধরেই সংসারের খরচ যোগাতেন। আমরাও একই পেশাতে ছিলাম। বাঁওড় না থাকায় একেবাই পথে বসে গেছি। তিনি বলেন-একই অবস্থা প্রায় সব বাঁওড় পাড়ের জেলে সম্প্রদায়ের। ফতেপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি শান্তি হালদার বলেন-আমরা ধারদেনা করে বাওড়টি ইজারা নিয়েছি। মাছ ছেড়েছি, সামনে কপালে কি আছে বলতে পারছিনা।

জয়দিয়া বাঁওড়ের সাবেক মৎস্যজীবীদের দলপতি নিত্য হালদার বলেন-বাঁওড় পূর্বের ন্যায় ফিরে পেতে ৫ বাঁওড় পাড়ের মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি হাইকোর্টে চুড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় আছে। তারপরও ইজারাদাররা বাঁওড় পাড়ের জেলেদের মারধোর করে জোরপূর্বক মাছ ধরছেন।

যশোহর বিল বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ বলেন-এ বাঁওড় গুলি আমাদের আওতায় ৪২ বছর ছিলো সে সময় বাঁওড় পাড়ের জেলেদের আত্মসামাজিক মান উন্নয়নে কাজ করে

গেছে এ প্রকল্পটি। পাশাপাশি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁওড়ের বড় মাছের চাষ ও দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন ঘটিয়ে নানা প্রজাতির মাছের চাহিদা মিটাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সক্ষম হয়েছে প্রকল্পটি। বাঁওড়টি রাখার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্ত পারিনি। বাঁওড় গুলি ভূমি মন্ত্রালয় ইজারা দিয়েছেন। যে কারণে বাওড় পাড়ের জেলেরা তো বেকার হয়েছে পাশাপাশি বাঁওড় সংশ্লিষ্ট ১৩০ থেকে ১৪০ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মিও বেকার হয়ে গেছে। বর্তমানে এ বাঁওড় কেন্দ্রিক আমাদের আর কিছুই করার নেই।

বলুহর বাঁওড় ম্যানেজার সিদ্দিকুর রহমান বলেন-আমরা বাঁওড় গুলিতে মাছ চাষ করতাম মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সাইজ ও সংখ্যা বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। মাছ ধরার সময়ও নির্দ্ধারণ করা থাকতো, ছোট মাছ ধরা হতোনা। একই সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য তথা বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ ও প্রজনন বৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম করা হতো। সেই সাথে প্রজনন কালিন সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখা হত ফলে এক দিকে বিপন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেত অন্যদিকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হতো। বর্তমান ইজারাদারা এ বিষয়ে যত্নশীল না হয়ে অধিক মুনাফার জন্য কৃত্তিম উপায়ে মাছ চাষ করছেন। যখন তখন মাছ ছাড়ছেন এবং ধরছেন। যে কারণে দেশীয় মাছ ও জীববৈচিত্র্য বাঁওড় গুলি থেকে একেবারে ধ্বংস হতে বসেছে।

জানা গেছে-কোটচাঁদপুর বলুহর বাঁওড় সংলগ্ন সরকারী মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য বাঁওড় গুলির আশপাশে আবাদী জমির পানি স্যালো পাম্পের মাধ্যমে বাঁওড় থেকে নেয়া হত। ইজারাদাররা এই পানি বাঁওড় থেকে নেয়া বন্ধ করতে বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরি করছেন। একাধিক আবাদী জমির মালিকরা আশংকা প্রকাশ করে বলছেন- বাঁওড় থেকে পানি নেয়া বন্ধ করে দিলে একদিকে যেমন শত শত একর জমি চাষ বাঁধা গ্রস্থ্য হবে। অন্যদিকে সরকারী মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্সও পড়বে পানি সংকটে।

বলুহর বাওড় ইজারা পাওয়া কোটচাঁদপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি শীতল হালদার বলেন-বাওড় থেকে পানি উত্তোলন কেউ যেন না করতে পারে সে জন্য ইতি মধ্যেই জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করেছি। এ ছাড়াও তিনি বলেন-আমার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কাউকে ইজারা পাইয়ে দেয় নাই বা আমরা বাঁওড় সাব-লিজও দিই নাই।

কোটচাঁপুর বলুহর বাওড় পাড়ের কৃষক রেজাউল ইসলাম জানান, বাওড়ের

ধারেই আমার সাড়ে ৪ বিঘা জমি আমি শুকনা মৌসুমে স্যালো মেশিন দিয়ে বাওড়ের পানি দিয়ে চাষ-আবাদ করে আসছি। কিন্তু বর্তমানে ইজারাদাররা পানি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে করে আমরা আর্থিক দিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।

বাওড় পাড়ের আরেক কৃষক ফারুক হোসেন জানান, আমার বাপ দাদারা এই বাওড়ের পানি দিয়ে চাষ-আবাদ করে আসছি কিন্তু ইজারা দেওয়ার পর ইজারাদারের লোকজন বাওড় থেকে পানি নিতে দিচ্ছে না। আমাদের জমিতে বরিংও করা নেই। আমরা এই বাওড়ের পানি দিয়েই জমিতে সেচ দিয়ে শীতকালীন সবজি সহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে আসছি। এখন কি করবো বুঝে উঠতে পারিছিনা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম বলেন, ভূমি মন্ত্রনালয় এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষর হয়েছিল। সেই সমঝোতা স্মারক বলেই এই বাওড়গুলো পরিচালনা করা হতো। এরপর বাংলা ১৪২৯ সালে এই স্মারকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ভূমি মন্ত্রনালয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়ের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এই আর বাড়ানো হবে না। ভূমি মন্ত্রনালয়ের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করেন। ভূমি মন্ত্রনালয়ের এই প্রক্রিয়া শেষে যারা দরপত্র অনুযায়ী বাওড় ইজারা নিয়েছেন ভূমি মন্ত্রনালয় নির্দেশে আমরা তাদের হাতে দরপত্র বুঝিয়ে দিয়েছি। এর প্রেক্ষিতে যারা এতোদিন এই বাওড়ের সূবিধা ভোগ করে আসছিল তারা এটা থেকে বঞ্চিত হলো বলে দাবি করছেন। যারা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলো তারা একটি স্মারলিপি দিয়েছেন। সেই স্মারক লিপিতে তাদের হতাশা এবং কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন আমি সেই স্মারক লিপি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে যে সিদ্ধান দেবেন আমরা সেই আলোকে ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা ২

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে- নাতে ধরা পড়েছেন,নানী- নাতনী। আজ রবিবার সকালে ধরা পড়ার তাদেরকে পুলিশে সৌপর্দ করেছেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কতৃপক্ষ।

জানা যায়, রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসেন সখিনা বেগম (৪২) আর সোনিয়া খাতুন (২০)। সম্পর্কে নানী- নাতনী টিকিট কেটে লাইনেও দাড়ান তারা। এরপর সুযোগ বুঝে লাইনে দাড়ানো চিকিৎসা নিতে আসা রজিনার ব্যাগে হাত দেন টাকা চুরি করতে। এ সময় হাতে- নাতে ধরে ফেলেন নাতিন সোনিয়াকে। পরে তাঁর কথা মত আটকানো হয় নানী সখিনা বেগমকেও।

পরে খবর দেয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে যান।

আটকৃত হলেন,যশোর রুপদিয়া এলাকার শহীদ মুন্সীর স্ত্রী সখিনা বেগম (৪২),ও ফরিদপুর বদুরপুরের জিয়ারুলের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন (২০)। তারা সম্পর্কে নানী- নাতনী বলে জানা গেছে সংশ্লিষ্ট সুত্রে।

বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,যার মালামাল খোয়া গেছে, সে বাদী হবে। এর আগেও চুরি হয়েছে, আমরা তো জিডি করছি।

তিনি বলেন আমরা কতগুলো চুরির বাদি হব। এটা তো প্রতিনিয়ত ৩৬৫ দিনই চুরি হচ্ছে। আমরা সবগুলোর বাদি হয়ে সারা মাস ধরে আদালতে হাজিরা দিয়ে বেড়াই আর কি। তিনি আরো বলেন, এটার বাদি তো পুলিশই হতে পারে।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটি উপপরিদর্শক(এসআই) নাজিবুল হক বলেন,খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে থানায় নিয়ে এসেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে রেল লাইন ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। রোববার (১৪জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ভাষা সৈনিক নন্দ দুলাল সাহা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আনিচুর রহমান খোকা, ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: আলী হাসান ফরিদ, সরকারি নুরুন্নাহারা মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান পিন্টু, মুফতী রাসেল উদ্দিন, মাওলানা রুহুল আমিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, পার্শবর্তী জেলা মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেল লাইন থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা শহরের সাথে রেল লাইনের কোন সংযোগ নেই। তাই মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ জেলা শহর হয়ে চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়ায় রেল লাইন সংযোগের দাবী জানান তারা।

ঝিনাইদহে বরুণ হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে

স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী বরুন ঘোষ হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ করেছে তার সহপাঠিরা। আজ রোববার (১৪জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে তার সহপাঠি ঝিনাইদহ এসএসসি ৯৪’ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীসহ তার স্বজনরা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ৯৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিহত বরুন ঘোষের সহপাঠি তানভীর আহমেদ রনী, মীর ফজলে এলাহী শিমুল, এনামুল হক এনাম, আওয়াল হোসেন, কাজল চক্রবর্তী, ছন্দা মালতি, দিবা খন্দকার প্রমুখ। বক্তারা বরুন ঘোষ হত্যার মুল কারণ উদঘাটন ও এর সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবী জানান। পরে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

উল্লেখ, গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে চা থেকে মাঝিপাড়ায় যায় ওই এলাকার বরুন ঘোষ। মহাসড়কে পৌঁছালে একদল দুবৃর্ত্ত তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।